About College:

অবিভক্ত ব্রিটিশ বাংলার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আধুনিক শিক্ষা বিষয়ক ঐতিহাসিক নীতিমালা আশ্রয় করে কলেজস্তরের শিক্ষা প্রসারে সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।পাবনার জেলাবাসীর প্রতীক্ষার কাল খুব বেশি দীর্ঘ হয় নি,ঐ শতকেরই শেষে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এ জেলা শহরে কলেজ প্রতিষ্ঠার দীপ্তিময় ইতিহাস রচিত হয়।স্বাধীন বাংলার সীমানায় তখনও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবোর্ড গড়ে ওঠেনি,উত্তরাঞ্চলের বিশাল এলাকায় রাজশাহী কলেজ ছারা আর কোনো কলেজ ছিলনা।  
  
কলেজ প্রতিষ্ঠার এই প্রোজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে একজন মানুষের নাম উচ্চারন করতেই হয়,যে মানুষটির উৎসাহে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে পাবনার নতুন প্রজন্মের সাথে আধুনিক শিক্ষার সময়োচিত সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল –তিনি হলেন শ্রী গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী। পদ্মা যমুনার বিধৌত পলিমাটিতে ইতোমধ্যে (১৮২৮খ্রি.) জেলার ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত হয়ে যাওয়া পাবনা নামের ভূখন্ডের জেলা শহরে ১৮৯৮খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রী গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী তারই প্রতিষ্ঠিত ‘পাবনা ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠিত ১৮৯৪ খ্রি.,বর্তমানের গোপাল চন্দ্র ইনস্টিটিউট)-এর একটি কক্ষে নতুন কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন এবং প্রধান শিক্ষকতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্বেও সমাসীন হলেন।  
  
সে বছরেরই ডিসেম্বরে F.A Standard কলেজ হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তিলাভের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো।তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ প্রর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।এ বছর কলেজটির নামকরন করা হয় “পাবনা কলেজ”।১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষার্থে কলেজটির নামকরন করা হলো ‘এডওয়ার্ড কলেজ’।প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মহোদয়ের দায়িত্বকালীন সুযোগ্য সহকর্র্মী ছিলেন শ্রী গোপাল চন্দ্র মৈত্র,শ্রী আশুতোষ রায়,পন্ডিত হরি নারায়ণ কাব্যর্তীথ বিদ্যাবিনোদ এবং মৌলভি সিরাজ-উল হক প্রমুখ অসাধারণ মানুষ সুনামের সাতে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।  
  
পাঠদানের বিষয়গুলো ছিল ইংরেজি,ইতিহাস,যুক্তিবিদ্যা,গনিত,বিজ্ঞান,সংস্কৃত,আরবি ও ফারসি।কলেজটিকে আশ্রয় করে নতুন শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে ওঠে,শিক্ষার প্রসার হয়,সংস্কৃতির বহুবিস্তার ঘটে,জিজ্ঞাসার অসীমতা সৃষ্টি হয়।এ কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির দীপ্ত আঙ্গনে পাবনা জেলার স্থান স্বর্ণময় হয়।১৯১২খ্রিস্টাব্দের আগস্টে তাড়াশের জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় কলেজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের ঘোষনাসহ কলেজ পরিদর্শনে আসা বাংলার গভর্নর লর্ড টমাস ডেবিড ব্যারন কারমাইকেলকে স্বাগত সম্ভাষন জানান।এঅনুষ্ঠানে গভর্নরও সমপরিমান টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন।এ বছরেই অধ্যক্ষের চলতি দায়িত্ব পান পাবনার কৃতি সন্তান অসাধারন প্রতিভাবান অধ্যাপক ও কবি হেমচন্দ্র রায়।  
  
এডওয়ার্ড কলেজের নিজস্ব ভবন ও জায়গা-জমি হতে প্রায় ১৭/১৮বছর লেগেছে।তবে ২৫ বছর পূর্তির আগেই নিজস্ব জায়গা-জমি,অট্রালিকা আর পাঠদানের সুনাম দ্বারা ব্রিটিশ বাংলার একটি আদর্শ কলেজে উন্নীত হয়।অসাধ্য সাধনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহসের কিছু প্রোজ্জ্বল স্মারক হিসাবে স্মর্তব্য যে,১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ার আমলা সদরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরী দাসীর উত্তরাধিকারী গোপী সুন্দরী দাসী ও দেবেন্দ্র নারায়ণ সিংহ সাড়ে ৪৬ বিঘা জমি দান করেন।এ সময়ে বিভিন্ন এলাকার বিদ্যানুরাগী জমিদারগণ কলেজের জন্য উদার হস্তে অর্থ দান করেন।  
  
১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই লক্ষাধিক টাকায় কলেজের অট্রালিকা নির্মানের প্রাথমিক কাজ হয়ে যায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে যোগদান করতে এ কলেজে আসেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়,‘ভারতবর্ষ ’ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন,ইতিহাসবিদ অক্ষয় কুমার মৈত্র,নলিনী রঞ্জন পন্ডিত,রাধারমন সাহা,সাহিত্যিক ও সমাজ সেবক গুরুসদয় দত্ত (আইসিএস), ‘স্বরাজ’ পত্রিকার সম্পাদক কিশোরী মোহন রায়,এ কলেজের অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র লাহিড়ী,পাবনার জমিদার শশধর রায়,শিতলাইয়ের জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রমুখ প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ।১৯২১ খ্রিস্টাব্দে Up to Intermediate Science Standard কলেজ হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি ও ৫টি বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি পাওয়া যায়।আগে থেকেই ওহঃবৎসবফরধঃব-এর পরের বছরে বিএসসি ভবন নির্মানের পর ১৯২৫খ্রিস্টাব্দে বিএসসি কোর্স চালু হয়।  
  
এর পর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বিএ কোর্স এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বায়োলজি বিভাগ খোলা হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ও ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিতে অনার্স কোর্স চালু হয়।১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কলেজ সংলগ্ন জমি অধিগ্রহনের ফলে মোট জমির পরিমান হয় ৪৯ একর এবং পৃথক ডিগ্রি ভবনসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপিত হয় নতুন জমিতে।১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ১ মার্চ থেকে কলেজটি প্রাদেশিকীকরণের ফলে সরকারি হয়ে যায়।১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞান,গনিত ও ব্যবস্থাপনায় অনার্স কোর্স চালু হয়।বাংলা ও অর্থনীতিতে এমএ কোর্স শুরু হয় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭৮খ্রিস্টাব্দে এ কলেজ ‘৩৫টি সরকারি কলেজ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত’ হয়।এ প্রকল্পাধীনে ব্যাপক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়।১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি ‘আটটি বিশ্ববিদ্যালয়’ শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়।এবং ২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকায় ১৯৮৭-৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ হয়।১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজী ,রসায়ন,উদ্ভিদবিজ্ঞান,হিসাববিজ্ঞান,রাষ্টবিজ্ঞান,দর্শন,ও ইতিহাস বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়।এতে অনার্স কোর্স চালু বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টিতে।  
  
১৯৯৫খ্রিস্টাব্দে এ ১২টি বিষয়েই মাস্টার্স কোর্স চালু হয়।১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে পাঠদান শুরু হয়।এর পরের বছর প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স শুরু হয়।২০১১ খ্রিস্টাব্দে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স কোর্সে পাঠদান শুরু হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষার্বষ থেকে মাধ্যমিক শ্রেণি বন্ধ কওে দেয়া হয়।২০১৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে শিক্ষা মন্ত্রাণালয় পুনরায় এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট কোর্স খোলার জন্য নির্দেশ দেয় এবং এর পেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড,রাজশাহী,উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলার প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করে।ফলে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান,মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষা শাখা মোট ৬০০ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করার মধ্য দিয়ে পুনরায় উচ্চ মাধ্যমিক পাঠদান শুরু হয়।বর্তমানে এ কলেজে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার । বিশ শতকের গোধূলি বেলায় এডওয়ার্ড কলেজ শতবর্ষের গৌরবদীপ্ত পথ পরিক্রমা সম্পন্ন করে।  
  
একুশ শতকের সুপ্রভাত কলেজটির জন্য জাতীয়পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে পুরস্কৃত হওয়ার শুভবার্তা বয়ে এনেছে এবং সরকারি কলেজগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ A+ ক্যাটাগরিভুক্ত হয়েছে এডওয়ার্ড কলেজ।২০১০-২০১১ অর্থবছরে জেলা শহরে অবস্থিত ৬৯টি সরকারি কলেজ উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪তলা বিশিষ্ট একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন সেন্টার এর নির্মান কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।কলেজের বিভিন্ন বিভাগে সর্বমোট ১৬০টি পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং আরো কিছু পদ সৃষ্টির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।বর্তমানে কলেজে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনসহ দুইটি ছাত্রীনিবাস ও তিনটি ছাত্রাবাস ,একটি ক্যাফেটেরিয়া,আধুনিক বিজ্ঞানাগার,কয়েকটি খেলার মাঠ,লাইব্রেরি,অডিটোরিয়াম এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থাপনা বিদ্যমান।বর্তমানে কলেজের আর্থিক লেনদেন On line-এ হচ্ছে এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও D-alart চালুর প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, মহামহিমান্বিত রাজ রাজেশ্বর ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড।  
  
তাঁর মাতা রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।রাজ্যাভিষেককালে তিনি ‘গ্রেডব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের রাজা,ধর্মের রক্ষক এবং ভারতবর্ষের সম্রাট উপাধি গ্রহন করেন।সপ্তম এডওয়ার্ড দয়ালু ,প্রজাবৎসল,বিচক্ষণ,অমায়িক ‘শান্তি-সংস্থাপক’ হিসাবে স্বরনীয় হয়ে আছেন।তার শাসনামলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে ‘শিক্ষা আইন’ প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরন করা।১৯১০ খিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ধর্মপরায়ণ ও পরমতসহিষ্ণু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হলে তার পুণ্যস্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে ১৯১১ খিস্টাব্দের আগস্ট মাসে পাবনা কলেজের নামকরন করা হলো ‘ এডওযার্ড কলেজ ’।একজন সম্রাট নামে কলেজের নামকরন উপমহাদেশে এটিই প্রথম ।

Principal's Massage:

### **প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুব সরফরাজ; অধ্যক্ষ**

ইছামতি নদীর তীর ঘেষে সবুজের সমারোহে ঘেরা পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম একটি বিদ্যাপিঠ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ।শিক্ষা, সাহিত্য , ইতিহাস-ঐতিহ্য ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম এই বিদ্যাপিঠ ৪৯ একর জায়গা জুড়ে ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭ বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও ডিগ্রি পাস কোর্সে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষার্থী সাবলীল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ গুলোর মধ্যে ২০১৭ সালে সারা বাংলাদেশে ২য় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে।  
  
এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে অধ্যক্ষসহ কলেজের অনেক শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কারে ভ‚ষিত হয়েছে।এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অর্জন করে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তাদের মেধা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক, ক্রীড়া,সাংস্কৃৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অতীতে যেমন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তেমনি বর্তমানে বৈশ্বিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যথেষ্ট অবদান রেখে যাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি কার্যক্রম ১৯৯৭ সালের পর বন্ধ থাকলেও বৃহত্তর পাবনা বাসীর প্রাণের দাবী পাবনা পাঁচ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স ও শিক্ষা বান্ধব সরকারের অনুকুল্যে ২০১৫-১৬ ইং শিক্ষাবর্ষ থেকে পুনরায় উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করা হয়েছে। যাতে পাবনার সোনালী সন্তানরা ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ উচ্চ শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য প্রতিযোগীতায় জয়ী হতে পারে। নিদিষ্ট পাঠ্যসূচির পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ICT এর উপর দক্ষতা অর্জনের জন্য সাইবার সেন্টার, ইংরেজি ভাষাসহ ৫টি বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য Foreign Language সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।  
  
এছাড়া স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম হিসাবে কলেজে রোভার স্কাউট, বিএনসিসি, যুব রেড ক্রিসেন্ট, গার্লস গাইড ও বন্ধন ইউনিট রয়েছে এবং এসব কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করছে। বাংলাদেশের ভাষা-সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস-ঐতিহ্য চর্চা ও বর্তমান প্রজন্মকে জানানোর জন্য নতুন শহীদ মিনার ও দৃষ্টিনন্দন স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ আর্কাইভ সেন্টার স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ , নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতির ব্যবস্থা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশাত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগে পৃথক কমিটি রয়েছে। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, দেশাত্ববোধক গান, কবিতা আবৃতি, নৃত্য, লোক সংগীত, উপস্থিত বক্তৃতা, একক অভিনয়, বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ নানা রকম আন্তঃকক্ষ ও বহিঃকক্ষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নিয়মিত করা হয়।মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশে জঙ্গিবাদ নির্মূল করে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ সদা সচেষ্ট। ইন্টারনেট সুবিধা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজলভ্য করার জন্য ইতোমধ্যে কলেজ এরিয়া wi-fi এর আওতায় আনা হয়েছে। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, wi-fi স্থাপনসহ কলেজের অন্যান্য অবকাঠামো এবং সার্বিক উন্নয়নে পাবনা-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, সম্মানিত জেলা পরিষদের প্রশাসক, পাবনা সদরের সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান, পাবনার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজের গুণীজনসহ আপামর জনগণ, ছাত্রনেতৃবৃন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সকল সদস্য সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে নিয়ত অবদান রাখছেন এবং আমাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করে যাচ্ছেন, এজন্য আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কলেজের ওয়েবসাইট নতুনভাবে তৈরীতে যারা অবদান রেখেছেন আমি তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।  
  
কলেজের ওয়েবসাইট থেকে সার্বিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে সকল নবাগত সোনালী শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের দেশ জাতির যোগ্য কর্ণধার ও শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হোক অধ্যক্ষ হিসাবে এ কামনাই করছি।

* Vice-Principal's Massage:

### **প্রফেসর মোঃ আব্দুল আউয়াল; উপাধ্যক্ষ**

শত বর্ষের ঐতিহ্যবাহী এডওয়ার্ড কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা পীঠ। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সবুজে ঘেড়া, ছায়া সুনিবিড়, পাখি ডাকা শান্ত অঞ্চলে অবস্থিত কলেজেটির রয়েছে এক সু-দীর্ঘ ইতিহাস। আজ থেকে বহু বছর আগে দার্শনিক শিক্ষক মহামতি সক্রেটিস বলেছিলেন ‘Knowledge is Virtue’ অর্থাৎ “জ্ঞানই পুণ্য, জ্ঞানই নৈতিকতা” শিক্ষাই নৈতিকতা সৃষ্টি করে।  
  
তাঁর এই ধারনাকে লালন করে বিদগ্ধ পন্ডিত শিক্ষাগুরু শ্রী গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী যিনি এ অঞ্চলের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর মশাল হাতে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের এক সোনালী সকালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘দি পাবনা ইনস্টিউশন’ যা পরবর্তী কালে ঐতিহ্যবাহী এডওয়ার্ড কলেজ নামে অভিহিত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যাপীঠ এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালনের পাশাপাশি উন্নত জাতি ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ কলেজ আজ এক উজ্জ্বল মাইল ফলক।  
  
সুদীর্ঘ পথ চলায় এ কলেজ ক্ষুদ্র অবস্থান থেকে আজ এক মহিরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ১৭ টি বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স, ডিগ্রী (পাস) কোর্স ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি সহ প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত এ বিদ্যাপীঠ। সুপ্রাচীন এ বিদ্যাপীঠটি অসংখ্য বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, কৃতিশিল্পী, সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ এবং বরেণ্য রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী জম্ম দিয়েছে। তাঁরা আজ দেশ-বিদেশে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রেণি কক্ষের লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতি ও খেলাধুলা চর্চার সূতিকাগার হিসেবে এই শিক্ষাঙ্গনের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিভিন্ন ভাষা, মুক্তচিন্তা ও প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে এ কলেজে রয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, বিদেশী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ও সাইবার সেন্টার। প্রতিটি বিভাগকে Digital Network এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি শ্রেণি কক্ষ Multimedia Projector এর মাধ্যমে পাঠদান করানো হয়।  
  
শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যাতে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে সে জন্য কলেজ এরিয়া Wi-Fi Zone এর আওতায় আনা হয়েছে। যে বিদ্যাপীঠে আমি শিক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশ করেছিলাম, যার আলো বাতাস পথচলা আমাকে আলোকিত ও মুগ্ধ করেছিল সেই বিদ্যাপীঠ আমার শিক্ষকতা করার সৌভাগ্য হয়েছে ।  
  
আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের প্রান্তিক পর্যায়ে এসে সেই কলেজের উপাধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি গর্বিত। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Vision-2021 বাস্তবায়নে অত্র কলেজে Update Website হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এর মাধ্যমে ঐতিহ্য মন্ডিত এ কলেজের পরিচিতি, পাঠক্রম, সুযোগ-সুবিধা অবকাঠামো, শিক্ষক মন্ডলীর পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরতে সক্ষম হবে, এ মহৎ উদ্দ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভকামনা।

Location Map:

<https://www.google.com/maps/place/Govt.+Edward+College,+Pabna/@24.012139,89.238514,16z/data=!4m6!3m5!1s0x39fe9b3175fb1e95:0x377c8d70e3663781!8m2!3d24.0121389!4d89.2385138!16s%2Fm%2F011l7bj1?hl=en&entry=ttu>

FB Link:

<https://www.facebook.com/edwardcollege2101/?ref=embed_page>

Mail: *dwardcollegebd@yahoo.com*

Contact: *8802588846126*

Address: Radhanagar, Pabna-6600

EIIN NO

125663

NU CODE

2101